আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (২২ এপ্রিল,২০২০) বুলেটিন নং ১৩৯	২২ এপ্রিল হতে ২৬ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৮ এপ্রিল হতে ২১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৮ এপ্রিল	১৯ এপ্রিল	২০ এপ্রিল	২১ এপ্রিল	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	২৮.০	০.০	০.০	০.০	০.০-২৮.০ (২৮.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৪	৩৪.৩	৩৩.২	৩১.৬	৩১.৬-৩৪.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.০	১৯.৮	২৫.৬	২৫.৪	১৯.৮-২৫.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬০.০-৮৯.০	৭২.০-৯৭.০	৬.০-৯৬.০	৬৫.০-৯২.০	৬-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৮.৫	৯.২	৭.৪	৫.৬	৫.৫৫-১৮.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৩	৬	৬	৩-৬
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২২ এপ্রিল হতে ২৬ এপ্রিল,২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৭১.৭ (১১২.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৪-৩৬.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২০.৮-২৩.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৭.০-৯৩.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৪-৫.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনার কারনে পরিপক্ক গম, মসুর ও শাকসবজি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগ্রহ করে, নিরাপদ স্থানে রাখুন। ফসল সংগ্রহ বন্ধ রাখুন যেসব এলাকায় ভাল পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেরিতে বপনকৃত গম ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। পরিপক্ক ফসল কাটার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানো সহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। গত চারদিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আগামী ০৫ দিন অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।
বর্তমানে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ, পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
নীচের সকল পরামর্শ বা করণীয় বৃষ্টিপাতের পর সম্পন্ন করতে হবে।

বোরো ধান:

- কাইচ থোড় থেকে নরম দানা গঠন পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- চারার বয়স ৯০-১১০ দিন হলে ইউরিয়া ও পটাশ সার শেষ উপরি প্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বোরো চাষ পুরোদমে চলছে। কাজেই অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

চীনা বাদাম:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বেগুনে কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি একর জমিতে ১০টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- ফল পর্যায়ে টমেটো ও বেগুনে ব্লাইট রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সপ্তাহে একদিন অনুমোদিত মাত্রায় নিমের তেল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- লেবু জাতীয় ফসলে ক্যাঙ্কার রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আমের ফল ঝরে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আমে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান।
- টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।